শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যঃ একটি জাতীয় সমস্যা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে যে কোনো সচেতন ব্যক্তি উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। কিন্তু শুধু উদ্বেগ প্রকাশ করে নির্লিপ্ত হয়ে বসে থাকলে অচিরেই এর বিষময় ফল আমাদের ভোগ করতে হবে। কাজেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করে তা রোধকল্পে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে সরকারের যেমন দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করা উচিৎ তেমনি শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কেও এর সহায়তায় অগ্রণীর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসা বাঞ্চনীয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অবনতি বলতে শুধু পুঁথিগত বিদ্যালয়, নৈতিক তথা সার্বিক মূল্যবোধের অবক্ষয়কেও গণ্য করা হয়। এ অবনতি বা অবক্ষয় রোধ করতে হলে প্রথমে এর কারণসমূহ খুঁজে বের করে তারপর সে সবের প্রতিবিধান গ্রহণ করতে হবে।

পরীক্ষায় নকল প্রবণতা আগেও ছিল। কিন্তু তা রোধ করার ব্যবস্থায় কড়াকড়ির সাথে শাস্তির বিধানও ছিল কঠোর। বর্তমানে এ নকল করাকে প্রায়ই গণ-টোকাটুকি নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। শিক্ষাঙ্গনে পাঠ্য বইয়ের বাইরে নৈতিক শিক্ষাই আমাদের শিক্ষার্থীরা পেয়ে থাকে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ জীবনে তারা আমাদের কাছ থেকে অনুকরণীয় আদর্শ বলতে যা শিখে তা হোল—মিথ্যাচার, ঘুষ গ্রহণ, ধোঁকাবাজী, চোরাই ব্যবস্যা এবং দুর্নীতির মাধ্যমে সহজে বড়লোক হওয়ার বহুবিধ উপায়। আর পাঠ্যবইয়ে উপদেশমূলক রচনা, মহৎ কাজের দৃষ্টান্ত এবং নীতিকথা নিয়ে ক'টি লেখাইবা আজকাল থাকে? আর ধর্মীয় অনুশাসন এবং শিক্ষার অভাবও আমাদের অধপতনের জন্য কম দায়ী নয়। কাজেই আমাদের সন্তানদের সহনশীলতা, মান-সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি শিক্ষাতো দিচ্ছিই না, বরং আমরা নিজেদের হীন আচার-আচরণ এবং নৈতিকতা বিরোধী দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজ-কর্মের মাধ্যমে তাদের দীক্ষিত করে তুলছি এবং সুযোগমত নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করতেও দ্বিধা করছি না। ফলে, তারা পড়াশোনার পরিবর্তে হরতাল-মিছিলের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করে পরীক্ষা পিছানো এবং শেষে নকল বা যে কোন অসৎ উপায়ে তাতে উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টায় রত হয়। এভাবে এবং আরো নানাবিধ বিশৃংখল অবস্থার মধ্য দিয়ে সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনে যে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, তা আমাদের জাতীয় জীবনে একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে।

বর্তমান সরকার শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান সমস্যাবলী সমাধানে কিছু বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার পরিকল্পনা করছেন বলে মনে হচ্ছে। সম্ভবতঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেশ কিছু দিন আগে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে কিছু ছাপানো প্রশ্নমালা পাঠিয়ে এ সবের উত্তর এবং অন্যান্য কিছু সুপারিশ সংগ্রহ করেছেন। জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠ্যক্রম সম্পন্ন করে পরীক্ষা নেয়ার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছে। এসব ব্যবস্থা সঠিকভা[...] কার্যকর করতে পারলে ফলোদয় হ[...] বলেই আমাদের বিশ্বাস। তবে ছাত্র-ছাত্রীর উপর থেকে বইয়ে[...] বোঝা কমিয়ে পাঠ্যক্রম সহজবো[...] এবং উপযোগী করে তৈরী করা[...] ব্যাপারটিও গুরুত্ব সহকারে অনুধাব[...] করা দরকার। আমাদের জাতীয় সংস[...] দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানই শুধু নয়[...] বরং তা দেশবাসীর কল্যাণে নানাবিধ আইন প্রণয়নের পাঠস্থানও বটে। কিন্তু অপ্রিয় হলেও এটা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্যি যে, এর চলতি অধিবেশন পর্যন্ত আজ অবধি শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান এতসব সমস্যা সমাধানে তেমন কোন আলোচনা হতে শোনা যায়নি। অধিকন্তু, এতে নতুন কিছু সমস্যার উদ্ভব হওয়ার মত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। আশা করি, আমাদের মনোনীত প্রতিনিধি, সংসদ সদস্যবর্গ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সহাযোগিতায় শিক্ষাঙ্গনের সমস্যাবলী সমাধানে বাস্তব ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

—রফিক উদ্দিন আহমদ।